প্রকৃতিকে বলা হয়েছে, সাম্যাবস্থা। প্রকৃতির তিনটি গুণ — সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এক মুহূর্ত স্থির হয়ে থাকতে পারে না। প্রকৃতি অনবরত সবসময়েই বস্তুর নিয়ত সৃষ্টি করে চলেছে। প্রকৃতির এই পরিণাম দুই রকমের — স্বরূপ পরিণাম ও বিরূপ পরিণাম। প্রলয় অবস্থায় যে পরিবর্তন হয় তা স্বরূপ পরিণাম, আর সৃষ্টিকালে যে পরিবর্তন হয় তা বিরূপ পরিণাম। সেজন্য সাংখ্য দর্শনে জগতের অভিব্যক্তি বা ক্রমবিকাশকে পরিণামবাদ বলা হয়।

প্রকৃতি জগতের মূল কারণ। জগৎ প্রকৃতির মধ্যে অব্যক্ত অবস্থায় থাকে এবং প্রকৃতি থেকে ধীরে ধীরে ব্যক্ত হয়। প্রকৃতি যখন পুরুষের সাথে এসে সংযুক্ত হয় তখন প্রকৃতি থেকে জগতের প্রকাশ ঘটে। জগতের অভিব্যক্তির বা প্রকাশের জন্য প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ একান্ত আবশ্যক। জগতের সৃষ্টি পুরুষের দ্বারা হতে পারে না, কেননা পুরুষ নিষ্ক্রিয়। আবার জগতের সৃষ্টি শুধু প্রকৃতির দ্বারাও হতে পারে না। কেননা প্রকৃতি অচেতন। কোন সচেতন সত্তার সাহায্য ছাড়া অচেতন প্রকৃতির পক্ষে জগৎ সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। কারণ অচেতন প্রকৃতির কার্যসম্পাদনা এবং নিষ্ক্রিয় পুরুষের চেতনা যখন মিলিত হয় তখন শুরু জগতের অভিব্যক্তির প্রক্রিয়া। সুতরাং হতে পারে। কিন্তু দুটি পরস্পর বিরোধী তত্ত্ব, পুরুষ ও প্রকৃতি, একত্রে হবে কি ভাবে — এ প্রশ্নের উত্তরে সাংখ্যকারগণ উপমার আশ্রয় নিয়েছেন। একজন পঙ্গু এবং একজন অন্ধ ব্যক্তি কোন বনের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতে চান। যেমন পারস্পরিক সহায়তা নিয়ে থাকে, অর্থাৎ পঙ্গু ব্যক্তি অন্ধের ব্যক্তির কাঁধে চেপে অন্ধ ব্যক্তিকে পথ দেখিয়ে বনের থেকে বেরিয়ে আসতে পারে,

তেমনি - অচেতন - প্র - চেতন - [illegible] ঙ্গ্বন্ধবৎ — দেহ [illegible] প্রকৃতির পু
পুরুষের - নিকটে - একত্র - মিলিত হয় - (প [illegible] সর্গঃ) সংযোগ মাত্র - প্রকৃতির
সংযোগ - তৎকৃতঃ - দুটি - প্রয়োজন - আছে —
এই - পরিণামের
(i) পুরুষের ভোগ —
(ii) প্রকৃতি - থেকে মোক্ষ।
এজন্য - সংযুক্ত-কারিকায় বলা = হয়েছে — প্রধানস্য।
, পুরুষস্য - দর্শনার্থম - কৈবল্যার্থম -

পুরুষের - সাথে - সংযোগের - নির্বিকার - অবস্থায় - তিনটি - সাম্যাবস্থা। প্রকৃতি - এই - এই - তিন —
আমি - প্রকৃতি - সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ — পুরুষের - সান্নিধ্যে - এই হয়। রজঃ
প্রকৃতি। পুরুষের - সাম্যাবস্থা - ভাঙে - রজো - গুণ -
গুণের - সাম্যাবস্থা, কার্যের - জন্য - অন্য - দুটি গুণের -
সুতরাং: এ - চঞ্চল - হয় - তখন - প্রকৃতির
প্রথমে - চঞ্চল - আসে। এই কারণে - বিক্ষোভের প্রবৃত্ত
হয়েছে - দেখা - দেয় - প্রথম - প্রকৃতির -
মুক্ত - প্রকৃতি - তত্ত্বের - গুণের - শুরু হয়।
গুণগুলি - একে - অপরের - সঙ্গে - নিম্নলিখিত
ভিত্তিতে বিবর্তিত হয় — অভিব্যক্তি
এর ফলে - সৃষ্টির - হতে থাকে :—
প্রথমে - প্রকৃতির - প্রথম - অভিব্যক্তি - হল -
মহৎ - অথবা - বুদ্ধি। অভিব্যক্তিরূপে - মহৎ -
মহৎ - প্রকৃতির প্রথম - অভিব্যক্তিকে - বলা হয়েছে -
যেখানে - প্রকৃতির - বৃহৎ - [illegible] - আর কি -
বলা - যেতে পারে, - মহৎ - [illegible] - তার কি -
কি - হিসাবে - একে - মহৎ - বলা - যেতে পারে? এবার - [illegible] -
বলা - যেতে - থেকে - দেখা - হয় -
মনন - বুদ্ধির - নিজে - থেকে - মহৎ - বুদ্ধি। কারণ -
তখন - একে বলা - হয় - বুদ্ধি - নিয়ে বলতে -
স্বরূপ - আমরা - বুদ্ধি - সমষ্টি - হতো - ও হতাম
পারি। বুদ্ধির - সাহায্যে - বুঝতে - পারা যায়।
বিশ্বের কার্যরূপে - বুঝতে - পারা যায়।
প্রকৃতিতে - সত্ত্ব গুণের - প্রাধান্যের - ফলে -
বুদ্ধির - আবির্ভাব - ঘটে।

বুদ্ধি নিজেকে প্রকাশ করে এবং ধর্ম, জ্ঞান,
অপরকে প্রকাশিত করে। বুদ্ধির সাত্ত্বিক রূপ।
বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য এগুলি অবৈরাগ্য প্রভৃতি ধর্ম
এবং অজ্ঞান, অধর্ম, প্রকৃতির বিকার।
তামসিক রূপ। বুদ্ধি প্রকৃতির [illegible]
বুদ্ধি পুরুষ থেকে ভিন্ন। বুদ্ধি প্রকৃতির [illegible]
বুদ্ধি [illegible] চৈতন্য অচেতন ও [illegible] পুরুষের সান্নিধ্যে
বিকারি [illegible] অচেতন পুরুষের প্রতিফলিত বুদ্ধিতে
প্রকাশ [illegible] পুরুষের চেতনা বুদ্ধিকে চেতনবৎ
মনে হয়। কারণেই এবং তার ফলে ঐশ্বর্য প্রভৃতি
প্রতিবিম্বিত হয় [illegible], কেবল
মনে হয়। চৈতন্য সক্রিয় চৈতন্য সক্রিয়
বুদ্ধি কর্তার পুরুষের প্রভৃতি থেকে
বুদ্ধি [illegible] পুরুষে [illegible] সম্বন্ধ হয়।
কারে এবং পুরুষ পুরুষকে
সমগ্র ও বুঝতে

মহৎ বা বুদ্ধি থেকে অহংকারের উদ্ভব হয়। অভিমানঃ অহংকারঃ। অহংকারের বৈশিষ্ট্য হল অভিমান। অহংকারের জন্য পুরুষ নিজেকে কর্তা ও ভোক্তা মনে করে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ — এই তিন গুণের তারতম্য অনুসারে অহংকার তিন প্রকারের হয়ে থাকে। যেমনঃ সত্ত্বগুণের আধিক্য ঘটলে বৈকারিক বা সাত্ত্বিক অহংকার, রজোগুণের প্রাধান্য ঘটলে তৈজস অহংকার বা রাজস অহংকার এবং তমোগুণের প্রাধান্য ঘটলে ভূতাদি বা তামস অহংকার।

সাত্ত্বিক অহংকার থেকে পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় ও মনের আবির্ভাব ঘটে। তামসিক অহংকার থেকে আবির্ভাব হয় পঞ্চতন্মাত্র। রাজস অহংকার সাত্ত্বিক ও তামসিক উভয় প্রকার অহংকারের অভিব্যক্তিতে সাহায্য করে থাকে, কেননা রজোগুণের সক্রিয়তা ছাড়া সাত্ত্বিক ও তামস অহংকারের পক্ষে কোন কিছু সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। [বিজ্ঞানভিক্ষু এই মত স্বীকা

কারণ নয়। তাঁর মতে সাত্ত্বিক অহংকার
থেকে শুধু মন, রাজস অহংকার থেকে (৩)
দশ ইন্দ্রিয় এবং তামস অহংকার থেকে পঞ্চভূত
আবির্ভূত হয়।] জ্ঞানেন্দ্রিয় বলতে চক্ষু, কর্ণ
জিহ্বা, নাসিকা ও ত্বক বোঝায়। এরা যথাক্রমে (৪)
রূপ, শব্দ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ প্রত্যক্ষ করে।
কর্মেন্দ্রিয় বলতে মুখ, হাত, পা, পায়ু
জননেন্দ্রিয় বোঝায়। আমাদের যে সব ইন্দ্রিয়
দেহের উপরিভাগে অবস্থিত দেখি সেগুলি
আসল ইন্দ্রিয় নয়। এ সব ইন্দ্রিয়ের মধ্যে
অবস্থিত অপ্রত্যক্ষ শক্তিই হল সত্যিকার ইন্দ্রিয়।
কারণ আসল ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ করা যায়
না, তাকে অনুমানের সাহায্যে জানতে হয়।
মনের সাহায্য ছাড়া জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়
কোনটি কাজ করতে পারে না। তাই মনকে
আমরা উভয় ইন্দ্রিয় বলতে পারি। মনকে
বুদ্ধি এবং অহংকারকে একত্রে অন্তঃকরণ বলা
হয় আর জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় বাহ্যকরণ
নামে পরিচিত।

অহংকার তত্ত্বে তমোগুণ প্রবল
হলে পঞ্চ তন্মাত্রের আবির্ভাব হয়। তন্মাত্র
শব্দের অর্থ হল তা মাত্র, তার বেশী কিছু
নয়। পঞ্চতন্মাত্র হল রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ
ও স্পর্শের অতি সূক্ষ্মরূপ বা উপাদান। এত সূক্ষ্ম
যে সাধারণত: এদের প্রত্যক্ষ করা যায় না।
যোগিগণ অবশ্য এগুলিকে অলৌকিক প্রত্যক্ষ
করতে পারেন, কিন্তু আমরা শুধু অনুমানের
সাহায্যে এদের অস্তিত্ব বোঝে থাকি। পঞ্চ
তন্মাত্র থেকে পঞ্চমহাভূত আবির্ভূত হয়। পঞ্চ
মহাভূত হচ্ছে ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম।
পঞ্চতন্মাত্র থেকে পঞ্চ মহাভূতের আবির্ভাব
নিম্নোক্ত রূপে হয়ে থাকে।

(১) শব্দ তন্মাত্র থেকে শব্দগুণযুক্ত আকাশ
মহাভূত উৎপন্ন হয়।

(২) স্পর্শ তন্মাত্র শব্দতন্মাত্রের সাথে সংযুক্ত
হয়ে শব্দ ও স্পর্শ গুণযুক্ত বায়ু মহাভূত সৃষ্টি
করে।

(৩) রূপতন্মাত্র: শব্দ ও স্পর্শ তন্মাত্রের সাথে যুক্ত হয়ে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ এই তিন গুণযুক্ত তেজ বা অগ্নি মহাভূতের সৃষ্টি করে।

(৪) রস তন্মাত্র শব্দ, স্পর্শ ও রূপ তন্মাত্রের সাথে যুক্ত হয়ে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস গুণযুক্ত অপ মহাভূতের সৃষ্টি করে।

(৫) গন্ধতন্মাত্র শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস তন্মাত্রের সাথে যুক্ত হয়ে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস গন্ধযুক্ত ক্ষিতি মহাভূতের সৃষ্টি করে।

সাংখ্য দর্শনে যে ভাবে জগতের অভিব্যক্তির ক্রম দেখানো হয়েছে তাতে অভিব্যক্তিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন:— প্রত্যয়সর্গ অর্থাৎ বুদ্ধিসর্গ এবং অপর সর্গ অথবা ভৌতিকসর্গ। বুদ্ধিসর্গের অন্তর্গত হল বুদ্ধি, অহংকার, মন, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়। অপর তন্মাত্র সর্গের অন্তর্গত হচ্ছে পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চ মহাভূত। অবিশেষ নামে খ্যাত তন্মাত্র অতীন্দ্রিয় বলে বিশেষ নামে পরিচিত। এবং মহাভূত আমাদের দেহ পঞ্চমহাভূত দিয়ে তৈরী। বিশেষ

বস্তু তিন রকমের— স্থূল শরীর, লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম শরীর ও অধিষ্ঠান শরীর। স্থূলদেহ পঞ্চ মহাভূত দিয়ে তৈরী। সূক্ষ্মশরীর বলতে বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, দশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্রের সমষ্টি বোঝায়। এ ছাড়াও তৃতীয় একটি অধিষ্ঠানশরীর স্বীকার করা হয়েছে। সূক্ষ্মশরীর যেমন একটি স্থূলদেহ থেকে অন্য স্থূলদেহে যায় তেমন অধিষ্ঠান শরীরও সূক্ষ্ম শরীরকে ধারণ করে থাকে।

সাংখ্য দর্শনে যে ধরণের অভিব্যক্তির ক্রম উল্লেখ করা হয়েছে তাতে চব্বিশটি তত্ত্ব স্বীকার করা হয়েছে। প্রকৃতি হল প্রথম তত্ত্ব, মাঝখানে প্রয়োজক কারণ (বুদ্ধি, অহংকার, মন, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়) পঞ্চতন্মাত্র এবং পঞ্চমহাভূত। কিন্তু এই চব্বিশটি তত্ত্ব সব নয়। পুরুষের সাহায্য ব্যতীত প্রকৃতির পরিণাম কখন সম্ভব নয়। কাজেই পুরুষকে নিয়ে পঁচিশটি তত্ত্ব।

PH1-A-CC-6.
CC-4 (2nd Sem ...

(সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ, প্রকৃতের্মহান, মহতোঽহংকারঃ, অহংকারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণি উভয়মিন্দ্রিয়ং মনশ্চ, তন্মাত্রেভ্যঃ স্থূলভূতানি, পুরুষ ইতি পঞ্চবিংশতি গণঃ), প্রকৃতির এই অভিব্যক্তি শুধু পুরুষের দর্শন ও ভোগের জন্য। কারণ এই অভিব্যক্তি সাক্ষী নয়, অথচ পরস্পরের সান্নিধ্য কাম্য, এই অভিব্যক্তির মধ্যে এক বিশেষ ও পরম উদ্দেশ্য সাধিত হয়। জগতের অভিব্যক্তি দর্শন ও ভোগ করে যখন পুরুষের বৈরাগ্য জন্মায় ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয় তখন আবার প্রকৃতি [illegible] জগতকে নিজের মধ্যে প্রত্যাহৃত করে নেয়, তখন পঞ্চমহাভূত পঞ্চতন্মাত্রে, পঞ্চতন্মাত্র দশ ইন্দ্রিয় ও মন অহংকারে, অহংকার বুদ্ধিতে এবং বুদ্ধি প্রকৃতির মধ্যে লীন হয়ে যায়। কারণ প্রকৃতি অচেতনভাবে পুরুষের জন্য সৃষ্টি করে থাকে বলে সাংখ্য দর্শনের অভিব্যক্তিবাদকে অচেতন উদ্দেশ্যবাদ বলা যেতে পারে।

পুরুষের সান্নিধ্যে প্রকৃতির পরিণাম নিম্নলিখিত রূপে প্রকাশ করা যেতে পারে:-

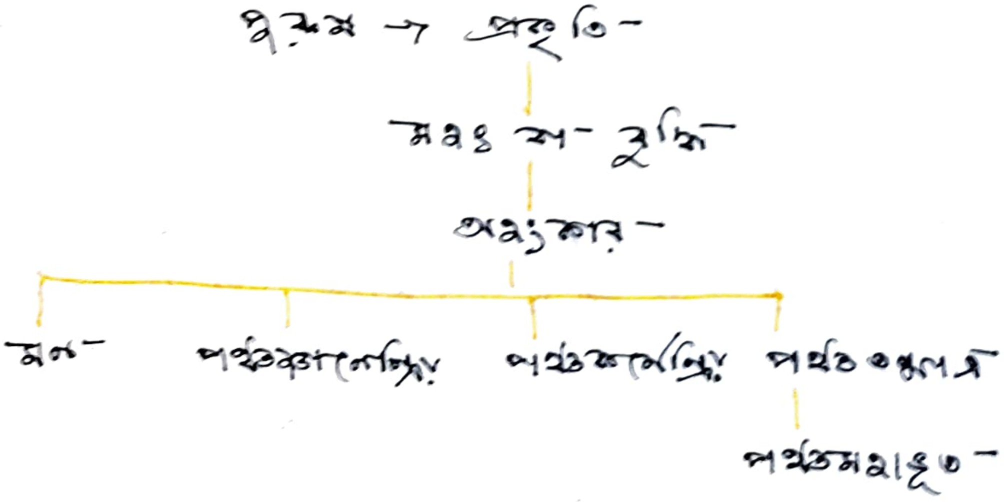
পুরুষ → প্রকৃতি
মহৎ বা বুদ্ধি
অহংকার
মন
পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়
পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়
পঞ্চতন্মাত্র
পঞ্চমহাভূত

(1) [illegible]

[illegible]

[illegible] অভিজ্ঞতা জ্ঞানের মধ্যে
কান্টের মতে [illegible] জ্ঞান [illegible]
[illegible] ইন্দ্রিয় অনুভবের
[illegible] স্বীকার্য হবে। [illegible] হতে
[illegible] জ্ঞান হয় না। [illegible] ও [illegible]
বুদ্ধির মাধ্যমে আসে আকার। [illegible] জ্ঞানের অনিবার্যতা ও
জ্ঞান লাভ করি [illegible] জ্ঞানের [illegible]
[illegible] গ্রহণ করা যায় না। অভিজ্ঞতাবাদীদের
[illegible] জ্ঞান লাভের একমাত্র
ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা [illegible] ও অভিজ্ঞতাবাদীদের
[illegible] হয় [illegible] বস্তুত —
[illegible] ইন্দ্রিয় অনুভব
পারে না। জ্ঞান হতে গেলে কান্ট বলেন —
ও বুদ্ধি উভয়ের প্রয়োজন।
প্রত্যক্ষ বস্তুর ন্যায় জ্ঞানের দুটির দিক আছে —
একটি হল জ্ঞানের আকার এবং অপরটি
হল জ্ঞানের উপাদান। কান্ট বলেন, বুদ্ধি
কেবলমাত্র জ্ঞানের আকার দিতে পারে, কিন্তু
জ্ঞানের উপাদান দিতে পারে না। অপরপক্ষে
ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আসে। জ্ঞানের
উপাদান পাই। কিন্তু জ্ঞানের আকার
পাই না। উপাদান ও আকারের মিলিত জ্ঞান
সম্ভব নয়।

কান্টের মতে বস্তুর দুটি দিক — একটি হল বস্তুর অবভাসিক দিক অর্থাৎ বস্তু যেভাবে আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়, অপরটি হল বস্তুস্বরূপ বা বস্তুর অতিন্দ্রীয় সত্তা। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়ে মন সংবেদনগুলো গ্রহণ করে। বস্তুস্বরূপ আমাদের মনে সংবেদনগুলো গ্রহণ করি বা সৃষ্টি করে। সংবেদনগুলি পরস্পর

নিশ্চিত ও সুসংবদ্ধ, এই সকল বিষয়ে যে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা? জ্ঞান জ্ঞান নিয়ে কারও নেই। কান্ট এই সংবেদন নিয়ে জ্ঞানের বিশেষজ্ঞ [illegible]।

কান্টের মতে, সংবেদনগুলোকে অনুভব করতে হলে দেশ ও কালের মাধ্যমে গ্রহণ করতে হবে। দেশ ও কাল বস্তুগত, তবে নয় যা নিরপেক্ষ বস্তুর অস্তিত্ব নয়। দেশ ও কাল হল মনের নিজস্ব প্রত্যক্ষ করার আকারিক উপায় মাত্র। কান্ট দেশ ও কালকে ইন্দ্রিয় অনুভূতির আকার বলেছেন। দেশ ও কালের আকারের মাধ্যমে গৃহীত সংবেদনগুলোর উপর মন ক্যাটেগরিগুলি বৌদ্ধিক আকার (যেমন একত্ব), কার্যকারণ-তত্ত্ব প্রভৃতি আরোপ করে, এগুলোর সাহায্যে সংবেদনগুলোকে সুসংবদ্ধ ও সংগঠিত করে এবং তখন জ্ঞান উৎপন্ন হয়। কান্টের মতে, ইন্দ্রিয় অনুভূতির আকার ও বৌদ্ধিক আকার বস্তুস্বরূপে নেই। এগুলো অভিজ্ঞতাপূর্ব, জ্ঞানের উপাদান অর্থাৎ অভিজ্ঞতালব্ধ নয়। জ্ঞানের উপাদান অর্থাৎ দেশ, কাল সংবেদন ও জ্ঞানের আকারগত অর্থাৎ সংমিশ্রণে গৃহীত এর, কার্যকারণ তত্ত্ব প্রভৃতি। কান্ট বলেছেন, জ্ঞানের জ্ঞান সম্ভব নয়। আকার হল বুদ্ধিগত উপাদান বর্জিত শূন্য আকার বর্জিত শূন্য উপাদান এবং জ্ঞানের আকার ও বোধ শক্তি। ইন্দ্রিয় অনুভূতি হল নিষ্ক্রিয়। সেক্ষেত্রে মনের অংশ। একটি হল কান্ট জ্ঞানের ক্ষেত্রে দুটি বৃত্তি উল্লেখ করেছেন এবং সেই দুটি বৃত্তি হল এক ইন্দ্রিয় ও অপরটি বুদ্ধি। সুতরাং, [illegible] ও বুদ্ধির — জ্ঞানকে নিয়ন্ত্রিত ধারণার সাহায্যে বুদ্ধি [illegible] করে।

কান্টের মতে ইন্দ্রিয় অনুভূতি ও বোধের আকারগুলি এবং বুদ্ধির ধারণাসমূহ বস্তুর প্রকাশিত রূপ বা অবভাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, বস্তুস্বরূপের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। বস্তুর অবভাসিক রূপকে জানা সম্ভব। সুতরাং বস্তুর অবভাসিক রূপ আমাদের কাছে জ্ঞাত, বস্তুস্বরূপ আমাদের কাছে অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। কান্টের মতে, আমাদের সংবেদনগুলোর উৎস হিসাবে বস্তুস্বরূপের অস্তিত্ব স্বীকার করতে বাধ্য হই। আমরা বস্তুস্বরূপ সম্বন্ধে আমরা জ্ঞানলাভ [illegible] করতে পারি না।

(ঘ) সমালোচনা: কান্টের বিচারবাদ ত্রুটিমুক্ত নয়। প্রধান সমস্যা নিম্নে আলোচনা করা হল:

(১) কান্টের মতে বস্তুস্বরূপ অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। তাহলে বস্তুস্বরূপের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। এই বস্তুস্বরূপ আমাদের মনে সংবেদন সৃষ্টি করে এমন কথা বলা যুক্তিসঙ্গত নয়, কারণ বস্তুস্বরূপ সম্পর্কে কোন জ্ঞান লাভ করা যায় না, কান্টের এই উক্তি বস্তুস্বরূপ সম্পর্কে এক ধরনের বিভ্রান্তিকর জ্ঞান সৃষ্টি করে। সুতরাং বস্তুস্বরূপ সম্পর্কে কান্টের উক্তি স্ববিরোধী।

(২) কান্টের বিচারবাদ অজ্ঞেয়তাবাদে পরিণত হয়েছে। কান্টের মতে বস্তুস্বরূপের অস্তিত্ব আছে, কিন্তু বস্তুস্বরূপ সম্পর্কে কোন জ্ঞান সম্ভব নয়। এ কথা স্বীকার করলে তত্ত্ব আলোচনার কোন অবকাশ থাকে না, কান্টের মতে তত্ত্ব আলোচনা অসম্ভব।

(৩) কান্টের মতে জ্ঞানের আকার ও উপাদানের সংমিশ্রণে জ্ঞান সম্ভব হয়। মন হতে জ্ঞানের আকার আসে এবং বস্তুস্বরূপ জ্ঞানের উপাদান সরবরাহ করে। বুদ্ধি সমন্বয়ী বিধানের সাথে করে। কিন্তু জ্ঞানের আকার সংমিশ্রণ সম্ভব, ভিন্ন জাতীয়। সংবেদন ও বুদ্ধি ও উপাদান এই দুই বিপরীতধর্মী প্রক্রিয়া কিভাবে জ্ঞান উৎপন্ন করে কান্ট তার যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা দিতে পারেননি।

কান্টের মতবাদ ত্রুটিমুক্ত না হলেও অভিজ্ঞতাবাদ ও বুদ্ধিবাদের সমন্বয়ে যে উক্তি কান্টের মতবাদ সেটি সর্বজনগ্রাহ্য।

— x —